স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 12th Dec. 1962 { ২৯শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

জাগো! জননি! জাগো!

—০—

অসুরদলের অত্যাচারে দেবতাগণ আদ্যাশক্তি কালী-মাতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। একদিন কবি মুকুন্দদাস দেশের স্বাধীনতার জন্য যাত্রার দল করিয়া গাহিয়াছিলেন—

জাগো! জাগো! জননি!
তুই না জাগিলে শ্যামা
এ ভারত জাগিবে না—
তুই না নাচালে
কারো নাচিবে না ধমনী।

ডেকে ডেকে হলাম সারা,
কেউ তো দিল না সাড়া,
খুঁজে এলাম কত প্রাণ—
কেউ তো জাগিল না মা।

তুই না জাগালে শ্যামা,
কারো প্রাণ জাগিবে না
না জাগিলে সবার প্রাণ
পোহাবে কি রজনী?

গত ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা "মিছিলের নগরী" এই নাম ঘুচাইয়া এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। লক্ষাধিক মহিলা ময়দানে মনুমেন্টের পাদদেশে দাঁড়াইয়া, পর রাজ্যলোভী চীনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকারের ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। সংকল্প-পত্র পাঠ করেন দেশবন্ধু-সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। এই সমাবেশে সভানেত্রীত্ব করেন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

সংকল্প বাক্য

১। আমি সঙ্কল্প করছি যে, বিশ্বাসঘাতক পররাজ্য লোভী কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে ভারতের এই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল রকম ত্যাগ স্বীকার করব; ২। আমি যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করব না; ৩। আমি পারিবারিক ব্যয় সঙ্কোচ করব; ৪। আমি দেশরক্ষার কাজে মুক্তহস্তে দান করব; ৫। আমি স্বল্প সঞ্চয়, প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট এবং স্বর্ণ বণ্ড কিনব; ৬। আমি যুদ্ধকালীন সঙ্কটে যথাসাধ্য খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্ত্তন করব; ৭। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ভারতের স্বাধীনতার জন্য শহীদদের রক্তদান, জওয়ানদের জীবন দান ব্যর্থ হতে দেব না; ৮। আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবই।

সভানেত্রীর ভাষণ

সভানেত্রী রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডু স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা তথা ভারতের নারী-সমাজের অগ্রণী ভূমিকার উল্লেখ করিয়া বলেন, কম্যুনিষ্ট চীনা ফৌজ অন্যায়ভাবে আক্রমণ চালাইয়া ভারতভূমি জবরদখল করিয়াছে। এই আক্রমণ হটাইবার জন্য নারীসমাজের শুধু শ্রম, অর্থ, স্বর্ণ দানই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হইলে জীবন পর্য্যন্ত "কোরবানী" দিতে হইবে।

রাজ্যপাল বলেন, চীনা আক্রমণের ফলে ভারতের সর্বত্র যে বিশাল ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্ব চমকিত হইয়াছে। এই ঐক্য বজায় রাখিতে হইবে এবং ভারত যে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা সগৌরবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলা তথা ভারতের নারীসমাজ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন। প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন বলেন, মহিলাদের বিরাট সমাবেশ দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়াছেন। এত বড় সমাবেশ "আগে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।" শ্লেষের সুরে তিনি বলেন, "এজন্য চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। চীন যদি বন্ধুত্ব ভুলিয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভারত আক্রমণ না করিত, তাহা হইলে এই বিরাট মহিলা সমাবেশ দেখিতে পাইতাম না।"

মুখ্যমন্ত্রী দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, চীনা আক্রমণের ফলে ভারতের সর্বত্র এক নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রের মত দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত জাতীয় সংহতি সাধিত হইয়াছে। বাংলার নারীসমাজ আজ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছেন, "আমরা জয়ী হইব।" শ্রী সেন বলেন, "বিপদ যদি আসে আমরা দাবী করব না, চাইব না, সর্বস্ব ত্যাগ করব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।" এই জাতীয় সঙ্কটক্ষণে মেয়েদের মস্ত কাজ আছে। দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমাজচেতনা ও সমাজবিপ্লব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাদের কাজ প্রধানত গঠনমূলক, দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করা, দেশকে নানা প্রয়োজনে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা, খাদ্যের অভ্যাস বদল করিতে সাহায্য করা প্রভৃতি কাজ।

মহিলা উপ-সমিতির সভানেত্রী কারা ও সমাজ-কল্যাণমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী মহিলা সমাবেশের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, চীনা কম্যুনিষ্ট সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বশান্তির শত্রু, সংসার পরিবার ও পারিবারিক পবিত্র বন্ধনের মূলে আঘাত হানিতেছে। সারা বিশ্বের দরবারে তাহারা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত। "বীরপ্রসবিনী মাতৃসমাজ কখনই শত্রুর নিকট মাথা নত করিবে না।" তিনি অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং মরণপণ সংগ্রামরত জওয়ানদের জন্য নারীসমাজের উদ্দেশ্যে গহনা দিবার জন্য আবেদন জানান। সভার প্রথমে দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীত এবং শেষে জাতীয় সঙ্গীত হয়। দেশমাতার বেদীমূলে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ধর্ম্মাধিকরণ

এই এক রণক্ষেত্র ধর্ম্মাধিকরণ।
পরে পরে ঘরে ঘরে হয় হেথা রণ।
যে দু'পক্ষে রণ হয় কেহ নয় বীর,
অর্থ ব্যয় দুই পক্ষে কেবল তদ্‌বির।
নাই হেথা মারামারি লাথি চড় কীল,
বাক্-যুদ্ধে রণ করে দু'পক্ষে উকীল।
পুরাণো প্রবাদ বাক্য আছে পাড়াগাঁয়,
শুনে যদি ভাল লাগে শুন তবে ভাই!

জিদে পড়ে ভাই-য়ে ভাই-য়ে
করতে গেলে মামলা—
কতক খেলে উকীল মোক্তার
কতক খেলে আমলা।
ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর মামলা
যখন যাবে মিটে।
দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবে
বাপ বরাপের ভিটে।

মিউনিসিপ্যালিটি কার্য্যের আর্য্যা

গরীব প্রজার অশ্রুপাত
'পাবলিক মণি' তস্ত্রুপাত।
রাস্তার মেটাল বেশী মাপা।
ধনী লোকের রাস্তা চাপা।
আদায়ী টাকা রেমিশন।
বে আইনী কমিশন।
পায়খানাতে বকেয়া মল।
শেষ পুলেতে সাঁতার জল।
মড়া পোড়া শ্মশান ঘাটে।
বেজায় কষ্ট ভিজে কাঠে।
বেশী মাশুল আদায় করা।
জলে ফেলা আস্ত মড়া।
খেয়াঘাটের ইজারদার।
সব দিকে চাই খবরদার।
শ্মশান ঘাটে, গুজারের খেওয়া।
ফেরারীকে না হয় দেওয়া।
গরুর গাড়ীর টিকিট মারা।
এ কাজেও চাই নজর করা।
ফিনাইল আর কেরোসিন।
দেখতে হবে প্রতিদিন।
হ'লে পরে চোকের বা'র।
টিনকে টিনই পগাড় পাড়।

রঘুনাথগঞ্জে সন্ত্ বিনোবা ভাবে

গত ৪ঠা ডিসেম্বর আচার্য্য সন্ত্ বিনোবা ভাবে তাঁহার পবিত্র ব্রত ভূদানযজ্ঞ স্থানীয় অধিবাসী-বৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সদলবলে জঙ্গিপুর মহকুমা রঘুনাথগঞ্জে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ষ্টেশন হইতে আসিবার পথে যে নূতন সুবৃহৎ হাসপাতাল গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, সন্তজী এবং তাঁহার সহচর-গণকে সেই গৃহে বিশ্রামের স্থান দিয়া নির্ম্মীয়মান গৃহের মঙ্গলাচরণ করা হইল। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় উক্ত গৃহ সংলগ্ন ময়দানে বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান হয়। সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিগণ সাধ্যমত ভূদান করিয়াছেন। ভোররাত্রি তিনটায় তিনি এই থানার সন্মতিনগর গমন করেন।

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

১৯৪০ সালের বংগীয় মোটর যান নিয়মাবলীর ৫৭নং নিয়মের (খ) উপনিয়মের সহিত একত্রে পঠিত ১৯৩৯ সালের ভারতীয় মোটর যান আইনের (১৯৩৯ সালের ৪নং আইন) ৫৭নং ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির উদ্দেশ্যে জানান যাইতেছে যে, ডোমকল হইয়া বহরমপুর খয়রামারি রুটে প্রস্তাবিত যাত্রীবাহী বাসের জন্য একখানি স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য ২৬খানি আবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে পাওয়া গিয়াছে। আবেদনকারীদের নাম ও ঠিকানা সংবলিত আবেদনের তালিকাগুলি ২০শে নভেম্বর (১৯৬২) হইতে মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসের নোটিসবোর্ডে প্রদর্শনের জন্য রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ নিবেদনাদি থাকিলে ঐগুলি ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে। উপরোক্ত আবেদনসমূহ এবং প্রাপ্ত নিবেদনগুলি, বহরমপুর কালেক্টরি ভবনে জেলা-শাসকের কক্ষে ২৭শে ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠেয় সভায় মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার কর্তৃক বিবেচিত হইবে। স্বাঃ এম, সি, দত্ত, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের সচিব।

নোটীশ

দেঃ কাঃ আইনের ১ অর্ডার ৮ রুল মতে ২৭৮।৬২ চৌকা জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত স্বত্ব।

বাদী—শ্রীশ্রী৺ শিব ঠাকুরের সেবাইত ও স্বয়ং শ্রীরূপনাথ সাদানী পিতা ৺কালুরাম সাদানী হাল মোঃ পোপাড়া থানা সাগরদীঘি।

বনাম বিবাদী—চন্দনবাটী গ্রামের সাধারণ অধিবাসীবৃন্দ পক্ষে ১। কুদরতুল্লা দেওয়ান পিং সাং চন্দনবাটী থানা সাগরদীঘি।

চন্দনবাটী গ্রামের সাধারণ অধিবাসীবৃন্দকে জানান যায় যে পোপাড়া সাকিমের শ্রীশ্রী৺ শিব ঠাকুরের সেবাইত ও স্বয়ং রূপনাথ সাদানী থানা সাগরদীঘি অধীন চন্দনবাটী মৌজার ৭১২নং দাগের ভূমি তাহার স্বত্ব দখলীয় ও উহাতে সাধারণের কোন প্রকার স্বত্বাধিকার নাই, এই উল্লেখে স্থানীয় ২য় মুন্সেফী আদালতে উক্ত ব্যক্তির উক্ত দাগে স্বত্ব থাকা সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকদ্দমা করিয়াছেন। উক্ত বাদীর উক্ত দাবীতে কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া আগামী ২২-১২-৬২ তারিখে জবাব দিতে পারেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By Order.
H. K. Roy, Sheristadar,
1. 12. 62 2nd. Munsif's Court, Jangipur.

টেণ্ডার নোটীশ

বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র সিনিয়র বেসিক স্কুলের নূতন গৃহ ও শিক্ষক আবাস নির্ম্মাণ জন্য উপযুক্ত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে শীল মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কার্য্যের অনুমিত ব্যয় যথাক্রমে ২৫১০০৲ ও ১০০০০৲ হাজার। প্ল্যান ও এষ্টিমেট অফিস দিনে স্কুল অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৯৬২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে ও ঐ দিনে ৩-৩০ মিঃ সময়ে ঠিকাদার সমক্ষে খোলা হইবে। বায়নার টাকা নগদ ১০০০৲ এক হাজার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অগ্রিম জমা দিতে হইবে। সিমেণ্ট ও C. I. sheet কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে ও তাহার দাম বিল হইতে কাটিয়া লওয়া হইবে। সর্ব্বনিম্ন ঠিকাদারকে কাজ দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ বাধ্য নয়। কাজ আরম্ভ করার তারিখ ১৫-১-৬৩ কাজ শেষ করার তারিখ ৩১-৫-৬৩

স্বাঃ নরেন্দ্রনাথ দাস
সেক্রেটারী অ্যাড-হক-কমিটি
বন্যেশ্বর বিষ্ণুচন্দ্র সিনিয়ার বেসিক স্কুল
পোঃ দক্ষণগ্রাম সাবিত্রী (লোক্যাল) ৩-১২-৬২

নোটীশ

এতদ্দ্বারা মির্জ্জাপুর রেশম বয়ন-শিল্পি সমবায় সমিতি লিমিটেডের অংশীদার, দেনদার, পাওনাদার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান যাইতেছে যে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত সমিতির ১-৭-৬১ হইতে ৩০-৬-৬২ পর্য্যন্ত বার্ষিক হিসাব পরীক্ষা (Statutory audit) কার্য্য করিতেছি। অতএব তাঁহাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁহারা ৩০-৬-৬২ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির সহিত নিজ নিজ দেনা পাওনার হিসাব মিলাইয়া লইবেন এবং কোনরূপ অমিল থাকিলে তাহা আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আগামী ১৫-১২-৬২ তারিখ মধ্যে অবশ্যই জানাইবেন অন্যথায় সমিতির লিখিত হিসাবই নির্ভুল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

দেনাদার ও পাওনাদারগণকে যথাসম্ভব নির্ভুলতা নির্দ্ধারক পত্র (Verification slip) দেওয়া হইতেছে। ইতি—২৬-১১-৬২

শ্রীমণীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
Inspector of Co-op. Societies
Berhampore
P. O. Khagra, Katmapara.
Dist. Murshidabad.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে হিলোড়া সাকিমের শ্রীজগদীশচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের উপর আমি ইতিপূর্ব্বে মৌখিকভাবে শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দর দেব এষ্টেটের আয় ব্যয় সংরক্ষণ জন্য ভার দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি গত ৪।৫ বৎসর হইতে আমাকে ৺দেব এষ্টেটের আয় ব্যয় সম্বন্ধে কোন কিছু না জানাইয়া নিজেই মালিকত্বভাবে কাজ করা হেতু অদ্যকার তারিখ হইতে আমি এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা তাঁহার সহিত ৺শ্যামসুন্দর দেব এষ্টেট সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোনই সংস্রব থাকিল না ঘোষণা করিলাম। যাবতীয় কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আমার পক্ষ হইতে জাজিগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্র এষ্টেটের হিতার্থে নিযুক্ত হইলেন। যে কোন কার্য্য তাঁহার জ্ঞাতসারে সুসম্পন্ন জন্য অত্র দেব এষ্টেটের সহিত স্বার্থ সংযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে যোগাযোগ করতঃ কার্য্য করিবেন অন্যথায় অত্র দেব এষ্টেট দায়ী নহে।

শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দর দেব এষ্টেটের মহান্ত
ইং ৩০-১১-৬২ শ্রীরাধাবল্লভ শর্ম্মা মহান্ত

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীনলীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং ***বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি*** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পো:—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

পামারি

খোস, পাঁচড়া, একজিমা ও চুলকুনি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ